স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন

ফেব্রুয়ারী - ২০২০

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

সহযোগিতায়ঃ এসএসডব্লিউআরডিপি-২ (জাইকা)

এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সূচিপত্র

অধিবেশন-১	ছাগল পালনের মৌলিক বিষয়াবলী, ছাগলের জাত পরিচিতি এবং ছাগলের অর্থনৈতিক গুরত্ব	৩
অধিবেশন-২	প্রজনন পাঁঠা বা ছাগী নির্বাচন, পাঁঠার পরিচর্যা, ছাগলের বাসস্থান, ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৫
অধিবেশন-৩	গর্ভবতী ছাগী পরিচর্যা, প্রসবের পর ছাগল ছানা পরিচর্যা, ছাগল ছানা ও বড় ছাগল (পাঠা বা খাসী) এর দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ	৭
অধিবেশন-৪	ছাগল ছানা ও বড় ছাগল (পাঠা বা খাসী) এর দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ এবং একটি দুগ্ধবতি/গর্ভধারণ উপযোগী ছাগীর দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ, খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা	৯
অধিবেশন-৫	ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের বিশেষত্ব, ব্লাক বেঙ্গল বাচ্চা ছাগলের পরিচর্যা,বাচ্চা ছাগলের বিশেষত, বাচ্চার বিকল্প খাদ্য, ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ	১১
অধিবেশন-৬	ছাগলের জন্য ঘাস চাষ, ছাগলকে খড় খাওয়ানো, খাসী করানো, পাঁঠার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, ছাগলের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা	১৩
অধিবেশন-৭	রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা, ছাগলের বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদানের ছক এবং আয়ের হিসাব	১৫

অধিবেশন-১ ঃ ছাগল পালনের মৌলিক বিষয়াবলী, ছাগলের জাত পরিচিতি এবং ছাগলের অর্থনৈতিক গুরত্ব

ভূমিকাঃ বাংলাদেশে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ছাগলকে ছেড়ে বা মাঠে বেঁধে খাওয়ানো হয়। ছাগল একটি পরিবেশ সহনশীল প্রাণী, চড়ে বেড়াতে অভ্যস্ত এবং লতা-পাতা, ফল ও উদ্ভিদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচতে পারে। পালনে অল্প জায়গার প্রয়োজন হয় এবং পরিবারের সকলে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুরা তা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের শতকরা ৭০টি পরিবার বিশেষ করে দরিদ্র পরিবার ছাগল পালন করে কিছু নগদ অর্থ আয় করে। এই জন্য ছাগল গরিবের গাভী হিসাবে সমাধিক পরিচিত। ছাগলের দুধ রোগীর পথ্য হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। বেকার যুবক, মহিলা, প্রান্তিক/ভূমিহীন পরিবার ও ক্ষুদ্র খামারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান এবং আমিষের চাহিদা পূরণে ছাগল পালন খুবই সহায়ক।

বাংলাদেশী ছাগলের জাত পরিচিতি ঃ

বাংলাদেশে দুই ধরণের ছাগলের জাত সর্বাধিক পরিচিত।

১) বেঙ্গল গোট বা দেশী ছাগল

২) যমুনাপাড়ী জাত বা রাম ছাগল

১। বেঙ্গল গোট বা দেশী ছাগলের বৈশিষ্ট্য ঃ

বেঙ্গল গোটঃ বেঙ্গল গোট ৩ বর্ণের হয়, যথা-(ক) ব্লাক বেঙ্গল গোট (খ) ব্রাউন বেঙ্গল গোট এবং (গ) হোয়াইট বেঙ্গল গোট। সাধারণতঃ গায়ের রং কালো হয় তবে ব্রাউন বা সাদা রং এরও হতে পারে। পা ছোট ও কান সোজা থাকবে এবং ছাগীর ক্ষেত্রে মুখায়বের উপর **v** মার্কা সাদা দাগ থাকবে। বাংলাদেশী ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল **বহু প্রাচীন কাল থেকে মাংসল জাত হিসেবে পরিচিত এবং** বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতের ছাগল হিসাবে পরিচিত। কারণ একটি ছাগী বৎসরে ৪-৬ টি বাচ্চা দিতে সক্ষম। মাংস অত্যন্ত নরম ও উপাদেয় এবং চামড়া খুবই নরম যা দিয়ে মূল্যবান জুতা ও ব্যাগ বানানো সম্ভব হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র এ ছাগল পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গে এ ছাগল দেখা যায়। এই জাতের ছাগল ১০-১২ মাস বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে এবং একটি ছাগী ৬ মাস অন্তর একত্রে ২-৩ টি বাচ্চা প্রসব করে। এই জাতের ছাগলের একটি বিয়ানে ৫ টি বাচ্চা দেওয়ারও ইতিহাস আছে। সদ্য প্রসূত ছাগল ছানার ওজন ১-১.৫ কেজি হতে পারে এবং ১২ মাস বয়সে একটি ছাগীর ওজন ১৫ কেজি এবং একটি পাঠার ওজন ২০ কেজি হতে পারে। এই বয়সের একটি ছাগী থেকে ৮-৯ কেজি এবং একটি পাঠা/খাসী থেকে ১০-১২ কেজি মাংস পাওয়া যেতে পারে।

বেঙ্গল ছাগল আকারে ছোট, গায়ের রং সাধারণতঃ কালো। তবে সাদা, সাদা-কালো, খয়েরী সহ মিশ্র রংয়ের ছাগলও দেখা যায়। এদের কান ছোট এবং কখনও কখনও পাঠা ও ছাগীর দাঁড়ি থাকে। পাঠার ওজন ২৫ থেকে ৪০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ২০ থেকে ৪০ কেজি হয়।

২। যমুনাপাড়ী ঃ

উৎপত্তিস্থল ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশের এটাওয়া জেলায় এ জাতের ছাগলের আদি বাসস্থান বলে জানা যায়। যমুনা, গঙ্গা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী পাহাড়ী এলাকায় এ জাতের ছাগলের বসবাস বলে যমুনাপাড়ী নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য এ জাতটি বেশ সমাদরের সাথে পালিত হয়।

যমুনাপাড়ী জাতের বৈশিষ্ট ঃ

- সাধারণতঃ এ জাতের ছাগল একই বর্ণের হয় না, সাদা বা হালকা তামাটে বর্ণের হয়ে থাকে। দেহের ঘাড় ও মুখমন্ডলে হালকা বাদামী বর্ণের ছাপ থাকে। দেহ লম্বাকৃতির, পা লম্বা, পিছনের পায়ে ঘন লম্বা লোম থাকে, কান লম্বা (৯-১০ ইঞ্চি), চেপ্টা ও ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

- শিং ছোট ও চেপ্টা, লেজ ছোট ও পাতলা। এ জাতের পাঁঠার ওজন ৫০-৬০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ৪০-৫০ কেজি হয়ে থাকে।
- সাধারণতঃ বছরে একবার বাচ্চা দেয়, প্রায় ৫৭% ছাগী প্রতি বিয়ানে একটি এবং ৪৩% ছাগী দুটি বাচ্চা দেয়। ওলান ও বাট বেশ বড়সড় হয়।
- দুধ ও মাংস উভয়ের জন্য এ জাত পালন করা হয়। গড়ে প্রতিদিন ১.৫ থেকে ২.০কেজি দুধ দেয় এবং এক বিয়ানে প্রায় ২০০ কেজি দুধ হয়।

ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচন ঃ

এ পদ্ধতিতে ছাগল খামার করার উদ্দেশ্যে ৬-১৫ মাস বয়সী স্বাভাবিক ও রোগমুক্ত ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের পাঁঠা/পাঠী/ছাগী সংগ্রহ করতে হবে। পাঁঠার বয়স ৫-৭ মাসও হতে পারে।

ছাগলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঃ

- ছাগলকে বলা হয় গরীবের গাভী কারণ স্বল্প পুঁজিতে এবং স্বল্প পরিসরে গরীব লোকজন ইহা পালন করতে পারে।
- স্বল্প সময়ে মাংস উৎপাদন এবং পুষ্টি পূনর্বাসনে সহায়তা করে।
- বৈদেশিক মুদ্রা (চামড়া রপ্তানীর)মাধ্যমে আয়ের উৎস।
- ছাগলের দুধ উপাদেয় এবং সহজ পাচ্য।
- বেকারত্ব দূরীকরণ ও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- আত্ম কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ছাগল পালনে ঝুঁকি কম।
- ছাগল পালনে অল্প জায়গা লাগে এবং পৃথক ঘর না থাকলেও নিজেদের শয়ন কক্ষে রেখে পালন করা যায়।

দেশী ছাগলের দুধ উৎপাদন ঃ বেঙ্গল ছাগল সাধারণতঃ ২০০ থেকে ৩০০ মিলি লিটার দুধ দেয়। তবে ভাল ব্যবস্থাপনায় এক থেকে দেড় লিটার দুধও দিয়ে থাকে। একাধারে ৬০ থেকে ৭০ দিন দুধ দেয়।

অধিবেশন-২ ঃ প্রজনন পাঁঠা বা ছাগী নির্বাচন, পাঁঠার পরিচর্যা, ছাগলের বাসস্থান, ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

প্রজনন পাঁঠা নির্বাচন ঃ

ছাগল পালনে পাঠার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই পাঠা নির্বাচনে নিম্নের গুণাবলীকে গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

- নির্বাচনের সময় পাঠার বয়স কমপক্ষে এক বৎসর হতে হবে।
- অন্ডকোষের আকার বড় এবং সুগঠিত হতে হবে।
- পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
- সম্ভব হলে যাচাই করে নিতে হবে যে, নির্বাচিত পাঠা আকারে বড় এবং অধিক উৎপাদনশীল বংশের।
- ঘাড়ে, কাধে এবং অন্যান্য স্থানে বড় বড় লোম থাকবে।
- পিছনের পা দুটো শক্তিশালী ও সুঠাম হবে।
- শিং দুটো বড় এবং চোখ লাল হবে।

পাঠার পরিচর্যা ঃ

- ছাগলের পুরষ বাচ্চা ৬ মাস বয়স হলে প্রজননের জন্য উপযুক্ত হয়। প্রজননের জন্য নির্বাচিত পাঁঠাকে আলাদা করে ধরে রাখা বাঞ্ছনীয়।
- একটি পাঁঠাকে সপ্তাহে ৩-৪ দিনের বেশী প্রজনন কাজে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। ১০০ টি ছাগী থাকলে প্রজননের জন্য একটি পাঁঠা যথেষ্ঠ।
- পাঁঠাকে সুপারিশকৃত পরিমানের দানাদার খাদ্য দিতে হবে নতুবা তার প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।
- সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন পাঁঠার শরীর ব্রাশ করে পরিষ্কার করতে হবে। তার খাচার সামনে বেড়া দিয়ে ৪০ বর্গফুট জায়গায় ঘুরে ফিরে চলার সুযোগ রাখতে হবে যাতে পাঁঠার শারীরিক কসরৎ করা বা ব্যায়াম করার সুযোগ হয়।

ছাগী নির্বাচন ঃ

ছাগল পালনের পূর্বে ছাগী নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ছাগী নির্বাচনে নিম্নের বিষয় গুলির গুরুত্ব অপরিসীম ঃ

- নির্বাচিত ছাগী আকারে বড় হতে হবে।
- সম্ভব হলে এটা যাচাই করে নেওয়া যে নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানী বছরে দুই বার এবং প্রতিবারে দুই বা ততোধিক বাচ্চা দেয়।
- গর্ভবতী কিংবা গর্ভ হওয়ার উপযোগী ছাগী পালনের জন্য নির্বাচন করতে হবে।
- নির্বাচিত ছাগীর ওলান সুগঠিত এবং বাট দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- ছাগীর মাথা লম্বা-মাঝারী এবং আকর্ষণীয় হবে।
- গলা ও ঘাড় সরচ ও কাঁধ নরম হবে।
- পিঠ, পিঠের কুজ ও কাঁধ একটি সরল রেখায় পড়বে।
- ছাগীর ওলানদ্বয় নিখুঁত ও নরম হবে এবং দুগ্ধ নালিটি স্পষ্ট থাকবে।

- পা গুলো সমান ভাবে বিন্যস্ত থাকবে।
- কান খাড়া/সরল রেখায় থাকবে এবং ছাগলের চাহনি ও সজাগতা দোদীপ্তমান থাকবে।

ছাগলের বাসস্থান ঃ

প্রতিটি বয়স্ক ছাগলের জন্য প্রায় ১০ বর্গফুট ঘরের জায়গা প্রয়োজন। ঘরটি বাঁশ, কাঠ বা ইটের তৈরি হতে পারে। শীতের রাতে ঘরের বেড়া চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে।

- ছাগলের ঘর দুই প্রকার। যথা- ক) মাটি/ইটের মেঝে এবং খ) খুঁটির উপর মাচা।
- প্রকার যাই হোক না কেন- ঘর উত্তর-দক্ষিণ লম্বা হবে যাতে করে সূর্যকিরণ ও বাতাস চলাচল করতে পারে। ঘরের আশে পাশে যাতে পানি না জমে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- মেঝেতে পালন করতে হলে মেঝে শক্ত মাটি ও ইট দিয়ে তৈরী হতে হবে। তবে পাশের জমি থেকে মেঝে ১ ফুট উচু এবং একদিকে ১.৫ ইঞ্চি ঢালু হতে হবে।
- মাচা ভিটে থেকে ৩-৪ ফুট উঁচুতে মুলি বাঁশের বেড়া এবং তার উপরের অংশের তিন ফুট তারের নেট বা মুলি বাঁশের ঝাজরি তৈরী বেড়া ব্যবহার করা যায়।

- ভিটে থেকে চালা ৬-৭ ফুট উঁচুতে হবে। চালা তরজা, পাতা, ছন বা খড় দিয়ে তৈরী করলে দামে কম হবে এবং আরামদায়ক হবে।
- টিনের চালা হলে অবশ্যই নীচে সিলিং দিতে হবে। তবে টিন দিয়ে তৈরী চালা বিবেচনা না করা ভাল।
- চালা এক-দুই বা চৌচালা হতে পারে।
- পিলার বা খুঁটির উপর বাঁশের/কাঠের পাত বা তক্তা দিয়ে মাচা তৈরী করা যায়। এই মাচা ভূমি থেকে ৩-৩.৫ ফুট উঁচু হবে। এই প্রকার ঘর ছাগলকে মাটির স্যাঁতস্যাঁতে ভাব ও মেঝে শুষ্ক রাখতে সহায়তা করে এবং ক্রিমি রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া মাচা দিয়ে তৈরী ঘর পরিস্কার করা ও শুষ্ক রাখা সহজ, গোবর/মূত্র সংগ্রহ করা সহজ, কারণ মেঝের ফাক দিয়ে গোবর/মূত্র নিচে পড়ে যায়।
- মাচার বাঁশ বা কাঠের মধ্যে ১-২ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে।
- শীতকালে যাতে ছাগল শীতে আক্রান্ত না হয় সে জন্য মাচার উপরের বেড়া চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

একটি ছাগলের জন্য খাবারের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

১। জন্ম হতে ৪ মাস	৫ বর্গফুট
২। প্রাপ্ত বয়স	৭-১০ বর্গফুট
৩। পাঠার জন্য	২০-৩৫ বর্গফুট

ছাগলকে ঘরে থাকতে অভ্যস্থ করা ঃ

আবদ্ধ অবস্থায় ছাগল পালন করতে হলে ছাগল সংগ্রহের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখা উচিত নয়। প্রথমে ছাগলকে দিনে ৬-৮ ঘন্টা চরিয়ে বাকী সময় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে পর্যাপ্ত খাদ্য (ঘাস ও দানাদার খাদ্য) সরবরাহ করতে হবে। এভাবে ১-২ সপ্তাহের মধ্যে চড়ানোর সময় পর্যায়ক্রমে সময় কমিয়ে সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। তবে বাচ্চা বয়স থেকে আবদ্ধ অবস্থায় রাখলে এ ধরনের অভ্যস্ততার প্রয়োজন নেই।

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- ছাগলকে ভাল চারণ ভূমিতে বেঁধে বা ছেড়ে প্রতিদিন ৮ থেকে ৯ ঘন্টা চড়ানো যেতে পারে।
- চারণ ভূমিতে ঘাসের পরিমান কম হলে ছাগল প্রতি দৈনিক কমপক্ষে আধা থেকে এক কেজি ছাগলের খাওয়ার উপযুক্ত গাছের লতা পাতা খেতে দিতে হবে।
- শরীরের ওজন অনুসারে বড় অপেক্ষা মোটা ছাগল বেশী খাবার খায়। গর্ভবতী এবং দুগ্ধবতী ছাগলের বেশী খাদ্য আবশ্যক।
- সবুজ ঘাসের অভাব থাকলে বাচ্চা দেওয়ার পূর্বের ১মাস এবং পরের ১ মাস মোট ৬০ দিন ছাগীকে দৈনিক ১৫০ গ্রাম মিশ্র দানাদার খাদ্য দিলে স্বাস্থ্যবান বাচ্চা পাওয়া যায়।

অধিবেশন-৩ ঃ গর্ভবতী ছাগী পরিচর্যা, প্রসবের পর ছাগলছানা পরিচর্যা, ছাগল ছানা ও বড় ছাগল (পাঠা বা খাসী) এর দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ।

গর্ভবতী ছাগী পরিচর্যা ঃ

- ছাগলের গর্ভকাল ১৪৫-১৫২ দিন। তাই বাচ্চা প্রদানের ৮-১০ দিন পূর্বেই তাকে আলাদা করতে এবং বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। প্রতিদিন সকাল-বিকাল লক্ষ্য করতে হবে।
- প্রসবের ১-২ দিন পূর্বে ওলানে অতিরিক্ত দুধ জমলে (ওলান টান টান হলে) তা টেনে ফেলে দিতে হবে।
- সহজে বাচ্চা প্রসব না হলে ভেটেরিনারিয়ানের সহায়তা নিতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের পর ৮-১০ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা না পড়লে ভেটেরিনারিয়ান এর সহায়তা নিতে হবে।
- প্রসবের কয়েকদিন পূর্বে ও পরবর্তী ৭ দিন ছাগীকে ভাতের মাড়ের সাথে দানাদার খাদ্য মিশিয়ে এবং নরম ঘাস/লতা-পাতা দিতে হবে।

প্রসবের পর ছাগলছানা পরিচর্যা ঃ

- ছানা প্রসবের পর তার শরীর চেটে পরিষ্কার করার জন্য তাকে ছাগীর সম্মুখে রাখতে হবে।
- তা না হলে পরিষ্কার একটি নেকড়া (কাপড়) এন্টিসেপ্টিক মিশ্রিত কুসুম গরম পানিতে মিশিয়ে ছানার শরীর পরিষ্কার ও শ্লেষ্মা মুক্ত করতে হবে।
- ছানাগুলোকে শুষ্ক নরম বিছানায় বা চটের উপর রাখতে হবে।
- ধারালো জীবাণুমুক্ত ছুরি বা ব্লেড দ্বারা বাচ্চার নাভীর ৩-৪ ইঞ্চি যুক্ত রেখে সুতা দিয়ে গিট দিয়ে তার নীচ থেকে কেটে দিতে হবে এবং ক্ষতস্থানে আয়োডিন জাতীয় এন্টিসেপ্টিক (ফাম-৩০/পভিসেপ) বা এন্টিসেপ্টিক মলম প্রয়োগ করতে হবে।

- সদ্য প্রসূত ছাগল ছানা উঠে দাঁড়ানোর পর প্রথম সপ্তাহে ছানাকে মায়ের দুধ খেতে দিতে হবে। দুই এর অধিক ছানা হলে দুর্বল ছানাকে মায়ের দুধ দোহনের পর কুসুম গরম করে ফিডারের সাহায্যে খাওয়াতে হবে।
- একটি ছাগল শুধুমাত্র রসালো আঁশ জাতীয় খাদ্য, যথা-দুর্বা, কাচা ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। তবে দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি, দুগ্ধ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য কিছু পরিমান দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

- বয়স ২-৩ সপ্তাহ হলে অল্প নরম ঘাস/লতা-পাতা খেতে দিতে হবে। ৩-৪ সপ্তাহ বয়স থেকে তাদের কিছু দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
- জন্ম থেকে ১০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত একটি ছানা দৈনিক ১০০-১৫০০ গ্রাম দুধ খেতে পারে। তবে ৮ সপ্তাহ পর দুধ না পেলেও সমস্যা হবে না। ঐ সময় দৈনিক ২০ গ্রাম থেকে ১০০ গ্রাম দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া প্রায় ১-২ কেজি কাচা ঘাস/লতা-পাতার প্রয়োজন হয়।

- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক ছাগলের (১০-১২ মাস বয়স) প্রতিদিন ১৫০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য ও ২-৩ কেজি ঘাস/লতাপাতার প্রয়োজন।
- বাড়ন্ত ছাগলকে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হলে ও খুঁটির সাথে বেঁধে বা পতিত জমিতে ছেড়ে দিয়ে পালতে হলে সকালে সূর্য উঠার পর বা পড়ন্ত বেলায় ২-৪ ঘন্টা চড়ে খেতে দিতে হবে। তা না হলে ছাগলের শারীরিক বৃদ্ধি বা প্রজনন ক্ষমতা কমে যায় এবং সহজেই রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হয়।

অধিবেশন-৪ ঃ ছাগল ছানা ও বড় ছাগল (পাঠা বা খাসী) এর দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ এবং একটি দুগ্ধবতী/গর্ভধারণ উপযোগী ছাগীর দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ, খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা

(ক) ছাগল ছানা ও বড় ছাগল (পাঠা বা খাসী) এর দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ঃ

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ শতকরা হারে	
	১নং পদ্ধতি	২নং পদ্ধতি
১। ছোলা ভাঙ্গা	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
২। ভাঙ্গা গম/ভূট্টা	২০ ভাগ	৩৫ ভাগ
৩। তিলের খৈল	৩৫ ভাগ	২৫ ভাগ
৪। গমের ভূষি	২০ ভাগ	২০ ভাগ
৫। খনিজ মিশ্রণ	৪ ভাগ	৪ ভাগ
৬। বিট লবন	১ ভাগ	১ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

(খ) একটি দুগ্ধবতী/গর্ভধারণ উপযোগী ছাগীর দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ঃ

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ শতকরা হারে
১। ভুট্টা ভাংগা	২০ ভাগ
২। গমের ভূষি	৩০ ভাগ
৩। ছোলার ভূষি	১০ ভাগ
৪। সরিষার খৈল	২০ ভাগ
৫। তিলের খৈল	১৮ ভাগ
৬। খনিজ মিশ্রণ	১.৫ ভাগ
৭। বিট লবন	০.৫ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ

খাদ্য পরিবেশন ব্যবস্থা ঃ

- ছাগল টেনে ছিড়ে খেতে পছন্দ করে এবং এ জন্য ছাগলকে লতা-পাতা/ঘাস ঝুলিয়ে অথবা কোন বড় বড় ছিদ্রযুক্ত পাত্রে ভর্তি করে পরিবেশন করতে হয়। ছাগল ঝুড়ির নিচে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে টেনে ছিড়ে খেতে পারে।
- ছাগলকে দানাদার খাদ্য আলাদা ভাবে পাত্রে দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন ছাগল মাত্রাতিরিক্ত খেতে না পারে এবং অসুস্থ না হয়ে পড়ে।
- ছাগলের খাদ্য দৈনিক ৪ বার করে ভাগ করে দেয়া উত্তম।
- ছাগলের পানির খুব একটা প্রয়োজন হয় না। তবুও একটি বড় প্লাষ্টিকের পাত্রে পরিষ্কার পানি রাখা যেতে পারে যাতে প্রয়োজনে তা পান করতে পারে। পানিতে সামান্য চিটাগুড়, লবন ও শুকনা ভুষি মিশিয়ে দিলে ছাগল পানি পানে উৎসাহিত হবে।

অধিবেশন-৫ ঃ ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের বিশেষত্ব, ব্লাক বেঙ্গল বাচ্চা ছাগলের পরিচর্যা,বাচ্চা ছাগলের বিশেষত্ব, বাচ্চার বিকল্প খাদ্য, ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ

ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের বিশেষত্ব ঃ

- ৬ মাস বয়সেই ছাগী ও পাঁঠা যৌবন প্রাপ্ত হয়। তবে ১০ মাস বয়সের পূর্বে তাদের প্রজনন কাজে ব্যবহার না করা বাঞ্ছনীয়।
- পুরষ ছাগলকে খাসী করতে হলে ২-৪ সপ্তাহ বয়সে বার্ডিজো মেথোডে করা ভাল।
- জন্মলগ্নে একটি বাচ্চার ওজন ১-১.৫ কেজি হতে পারে এবং সুষম খাদ্য ও ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করলে দৈনিক ৫০-৭০ গ্রাম দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে।
- বাড়ন্ত ছাগলের ওজন ৭ কেজি অর্থাৎ ৪ মাস না হলে দুগ্ধ সেবন (উইনিং) বন্ধ করা সঠিক নয়।

বাচ্চা ছাগলের পরিচর্যা ঃ

জন্মের পরপরই বাচ্চাকে পরিষ্কার করে শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এক মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে দিনে ১০-১২ বার দুধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চার চাহিদার তুলনায কম দুধ থাকলে প্রয়োজনে অন্য ছাগীর দুধ খাওয়াতে হবে। তাছাড়া দুধ না পাওয়া গেলে বাচ্চাকে বিকল্প দুধ (নীচের টেবিল-১) খাওয়াতে হবে। বিকল্প দুধ তৈরীর ক্ষেত্রে এক ভাগ বিকল্প দুধের সাথে ৯ ভাগ পানি মিশিয়ে অন্ততঃ ৫ মিনিট ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ৩৯-৪০° সেঃ তাপমাত্রায় (কুসুম কুসুম গরম) ছাগল ছানাকে খাওয়াতে হবে। দুধ খাওয়ানোর আগে ফিডার, নিপলসহ আনুসাংগিক জিনিসপত্র পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। ১-১.৫ কেজি ওজনের একটি ছাগল ছানার দৈনিক ২৫০-৩৫০ মিঃলিঃ/গ্রাম দুধ প্রয়োজন। ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। বাচ্চার বয়স ৬০ হতে ৯০ দিন হলে দুধ ছেড়ে দেবে। বাচ্চার ৬০ হতে ৯০ দিন পর্যন্ত গড়ে দৈনিক প্রায় ৪০০-৫০০ গ্রাম দুধ প্রয়োজনয় হয়। সাধারণতঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগীকে প্রয়োজন মত খাবার খাওয়ালে বাচ্চার জন্য প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যায়। বাচ্চার ১ মাস বয়স থেকেই ধীরে ধীরে কাঁচা ঘাস এবং দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করতে হবে।

বাচ্চার বিকল্প খাদ্য ঃ

- জন্মের পর এক থেকে সাত দিন বাচ্চাকে মায়ের দুধ এবং পরে সবুজ ঘাস খেতে দিতে হবে।
- বাচ্চাকে দেড় থেকে দুই ঘন্টা পর পর মায়ের দুধ খেতে দিতে হবে।
- মায়ের দুধ কম হলে কিংবা বাচ্চার সংখ্যা বেশি হলে বাহিরের দুধ বোতলে ভরে খাওয়ানো দরকার।
- দুই মাস পর উৎপাদিত দুধ মানুষ বা অন্য ছাগলের বাচ্চাকে খাওয়ানো যেতে পারে।

টেবিল-১ ঃ বিকল্প দুধের সম্ভাব্য উপাদান

উপাদান	পরিমাণ (%)
১। ননীমুক্ত গুঁড়া দুধ	৭০
২। চাল, গম বা ভূট্টার গুড়ি	২০
৩। সয়াবিন তৈল	৭
৪। লবণ	১.৫
৫। ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.৫
৬। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫

ষ্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগলকে খাওয়ানো ঃ

ছাগল সাধারণত তার শারীরিক ওজনের ৪-৫% হারে খেয়ে থাকে। এর মধ্যে ৬০-৮০% আঁশ জাতীয় খাবার (ঘাস, লতা, পাতা, খড় ইত্যাদি) এবং ২০-৪০% দানাদার খাবার (কুড়া, ভূষি, চাল, ডাল ইত্যাদি) দিতে হবে। একটি বাড়ন্ত খাসীকে দৈনিক ১-১.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২০০-২৫০ গ্রাম দানাদার খাবার (টেবিল-২ এ বর্ণিত) দিতে হবে। দুই থেকে তিন বাচ্চা বিশিষ্ট ২৫-৩০ কেজি০দৈহিক ওজনের ছাগীর দৈনিক প্রায় ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ৩৫০-৪৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হয়। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পাঁঠার দৈনিক ১.৫-২.৫ কেজি কাঁচা ঘাস এবং ২০০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য প্রয়োজন।

টেবিল-২ ঃ ছাগলের দানাদার খাদ্যের সাধারণ মিশ্রণ (%)

খাদ্য উপাদান	শতকরা হার (%)
১। চাল/গম/ভূট্টা ভাঙ্গা	৩৫.০০
২। গমের ভূষি/আটা/কুঁড়া	২৫.০০
৩। খেসারী/মাসকালাই/অন্য ডালের ভূষি	১৬.০০
৪। সয়াবিন/তিল/নারিকেল/সরিষা/খৈল	২০.৫০
৫। ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	২.০০
৬। লবণ	১.০০
৭। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০

অধিবেশন-৬ ঃ ছাগলের জন্য ঘাস চাষ, ছাগলকে খড় খাওয়ানো, খাসী করানো, পাঁঠার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, ছাগলের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের জন্য ঘাস চাষ ঃ

ঘাস সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জাতের দেশী ঘাস খাওয়ানো যায়। ইপিল ইপিল, কাঁঠাল পাতা, খেসারী, মাসকালাই, ভুট্টা ছাইলেস, পাক চং, দুর্বা, বাকসা ইত্যাদি দেশী ঘাসগুলো বেশ পুষ্টিকর। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল নেপিয়ার, স্প্রেনডিডা, এন্ড্রোপোগন, প্লিকাটুলুম ইত্যাদি ঘাস আবাদ করা যেতে পারে। ঘাস চাষের জন্য জমি ভালভাবে তৈরী করে হেক্টর প্রতি ১৫-২০ টন জৈব সার এবং ৫০, ৭০ ও ৩০ কেজি যথাক্রমে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। ঘাস লাগানোর এক মাস পর এবং প্রতিবার ঘাস কাটার পর হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া ছিটাতে হবে। ছাগলের জন্য ৩ নং টেবিলে বর্ণিত উচ্চ ফলনশীল ঘাসগুলো সাধারণতঃ ২৫-৩০ দিন পর কাটা যায়।

টেবিল-৩ ঃ বিভিন্ন ধরণের উচ্চ ফলনশীল ঘাসের উৎপাদনশীলতা

ঘাস	হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় কাটিং (হাজার)	কাটিং লাগানোর দূরত্ব (মিটার) লাইন টু লাইন × কাটিং টু কাটিং	উৎপাদন (টন/হেঃ/বছর)
নেপিয়ার (এরোসা)	২৫-২৬	১ × ০.৫	১৫০-২০০
নেপিয়ার (বাজরা)	২৫-২৬	১ × ০.৫	১৫০-২০০
নেপিয়ার (হাইব্রিড)	২৫-২৬	১ × ০.৫	১৭৫-২২০

ছাগলকে খড় খাওয়ানো ঃ

ঘাস না পাওয়া গেলে ১.৫-২.০ ইঞ্চি (আঙুলের দুই কর) পরিমাণে কেটে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজত করে খড়/বিছালি খাওয়ানো যেতে পারে। এজন্য ১ কেজি খড়ের সাথে ২০০ গ্রাম চিটাগুড়, ৩০ গ্রাম ইউরিয়া, ৬০০ গ্রাম পানির সাথে মিশিয়ে ইউএমএস তৈরী করে খাওয়ানো যেতে পারে। এর সাথে এ্যালজি উৎপাদন করে দৈনিক ১.১.৫ লিটার পরিমাণে খাওয়াতে হবে। তবে ইউএমএস এবং এ্যালজি খাওয়ানোর জন্য ছাগলকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করতে হবে। একটি ছাগল দৈনিক ১.০-২.০ লিটার পানি খায়। এজন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।

খাসী করানো ঃ

যেসব পাঁঠা বাচ্চা প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হবে না তাদেরকে জন্মের ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে খাসী করানো উচিত। খাসী করার জন্য বার্ডিজো কেস্ট্রেটর, রাবার রিং বা অন্ডকোষ কাটা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। খাসী করানোর পর ক্ষতস্থানে মাছি বা অন্য কোন পোকা বা আঠালি যেন না বসে সেজন্য চিংচার অব আয়োডিন দিয়ে পরিস্কার করে সালফানিলামাইড পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে।

পাঁঠার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

পাঁঠাকে যখন প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না তখন তাকে পর্যাপ্ত পরিমানে শুধু ঘাস খাওয়ালেই চলে। তবে প্রজনন কাজে ব্যবহারের সময় ওজন ভেদে ঘাসের সাথে ২০০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ দানাদার খাবার দিতে হবে। **প্রজননক্ষম রাখার জন্য প্রতিদিন পাঁঠাকে ১০ গ্রাম পরিমান অংকুর গঁজানো ছোলা দেয়া উচিত**। পাঁঠাকে কখনই অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত হতে দেয়া যাবে না। প্রয়োজনে দানাদার খাদ্য বাদ দিতে হবে।

ছাগলের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- ছাগল ঠাণ্ডায় খুব সংবেদনশীল। তাই বৃষ্টিতে ভেজা বা শীত লাগা থেকে রক্ষা করতে হবে।
- সর্বদা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি খাওয়াতে হবে। ডোবা-নালার পানি ছাগলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
- সূর্য উঠার পূর্বে মাঠে চড়ালে ছাগলের গোল ও পাতা কৃমি হবার সম্ভাবনা থাকে। একইভাবে পানি থেকে জেগে উঠা জমিতে চড়ালে পাতা কৃমি বেশী হয়।
- ছাগলের ঘর বা মাচা ও মাচার তলদেশ দৈনিক একবার করে হলেও পরিষ্কার করতে হবে এবং শুষ্ক রাখার চেষ্টা করতে হবে। স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে ছাগলের স্বাস্থ্য সহজেই খারাপ হয়ে যায়।
- ছাগলের ঘরে বা চারণভূমিতে কুকুর/শিয়াল যাতে না চড়তে পারে সেই দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।
- কৃমিজনিত রোগ ছাড়া ছাগলের অন্যান্য মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিগুলো হলোঃ- পিপিআর, ক্ষুরারোগ, জলাতঙ্ক, ধনুষ্টংকার, তড়কা, কন্টাজিয়াস একথাইমা, এন্টেরোসেপটিসেমিয়া ও চর্ম রোগ।

অধিবেশন-৭ ঃ রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা, ছাগলের বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদানের ছক

১। কৃমি প্রতিরোধক ব্যবস্থা ঃ

- ৩ মাস বয়স থেকে প্রতি ৪ মাস অন্তর একবার করে প্রতিটি পৃথক কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগের মধ্যে ১০ দিনের বিরতি দিয়ে পর্যায়ক্রমে যথাক্রমে- ফিতা কৃমি, গোল ক্রিমি এবং পাতা কৃমির জন্য আলাদাভাবে ঔষধ প্রয়োগ করা।
- পাতা কৃমির জন্য ৬ মাস বয়স হতে ৪ মাস অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করা।
- ১০ মাস বয়স থেকে ৪ মাস পর পর নিয়মিত কলিজা কৃমির ঔষধ প্রয়োগ করা।
- পায়খানার সাথে রক্ত আমাশয়ের ভাব দেখা দিলে ১-২ মাস বয়সে একবার ককসিডিওসিস রোগের ঔষধ প্রয়োগ করা।

২। সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক ঃ

- **পিপিআর ঃ** ১ মি.লি. চামড়ার নীচে ৩ মাস বয়স থেকে বৎসরে ১ বার।
- **ক্ষুরারোগ ঃ** ২-৫ মি.লি. চামড়ার নীচে ৩ মাস বয়স থেকে ৬ মাস পর পর বৎসরে ২ বার।
- **তড়কা ঃ** ১ মি.লি. চামড়ার নীচে ৩ মাস বয়স থেকে বৎসরে ১ বার।
- **গোটপক্স ঃ** ০.২৫-০৫ মি.লি. চামড়ার নীচে ৬ মাস বয়স হতে বৎসরে ১ বার।
- **কন্টাজিয়াস একথাইমা ঃ** এই ভেকসিন সহজলভ্য নয়। আমদানীকৃত ভেকসিন পাওয়া গেলে নির্দেশনা অনুযায়ী ২-৩ মাস বয়স হতে বৎসরে ১ বার প্রয়োগ করতে হবে।
- **এন্টারোটক্সিমিয়া ঃ** ৪-৬ সপ্তাহ বয়সে চামড়ার নিচে ২.০ মি.লি. ১ বৎসর অন্তর ১ বার।
  খামারের সব ছাগলকে বছরে ৩ বার (বর্ষা এবং শীতের শুরুতে জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন মাসে এবং এ দু'মাসের মাঝে ফাল্গুন মাসে আরো ১ বার) কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। ছাগলের মারাত্মক রোগ, যেমনঃ- পিপিআর, গোটপক্স হলে অতি দ্রুত নিকটস্থ পশু হাসপাতালে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পিপিআর সহজে চেনার উপায় হলঃ- এ রোগে শরীরের তাপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে (১০৪° থেকে ১০৭° পর্যন্ত)। নাক দিয়ে পাতলা তরল পদার্থ নির্গত হবে এবং পরবর্তীতে নিউমোনিয়া (শ্বাস কষ্ট) ও অনর্গল পাতলা পায়খানা হতে থাকবে। এ রোগে আক্রান্ত এলাকায় ছাগলের ব্যাপক মৃত্যু হতে পারে। এছাড়া ছাগলে তড়কা, হেমোরেজিক সেপ্টিসেমিয়া, এন্টেরোটক্সিমিয়া, বিভিন্ন কারণে পাতলা পায়খানা এবং নিউমোনিয়া হতে পারে। সঠিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে এ সকল রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে সুস্থ ছাগলের জন্য টেবিল ৪ এ উল্লেখিত টিকাদান কর্মসূচী অনুসরণ করতে হবে।

টেবিল-৪ ঃ ছাগলের বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদানের ছক

রোগ	৩য় দিন	১০-১৪ দিন	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস
১। কন.একথাইমা	১ম ডোজ	২য় ডোজ			
২। পিপিআর			১ম ডোজ		
৩। গোটপক্স				১ম ডোজ	
৪। এন্টারেটক্সিমিয়া					১ ডোজ

ছাগলের বিভিন্ন রোগ সমূহ

১। পিপিআর ঃ

রোগের উৎস ঃ অসুস্থ পশুর সংস্পর্শে এলে পিপিআর রোগ হতে পারে। ইহা একটি ভাইরাস ঘটিত অতি সংক্রামক ছোঁয়াচে রোগ।

লক্ষণ ঃ ছাগল পিঠ বাঁকা করে দাঁড়িয়ে থাকে, নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ বের হতে থাকে। শরীরের তাপ বেড়ে যায় এবং অনর্গল পাতলা পায়খানা হয়।

চিকিৎসা ঃ এ রোগে চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায় না। তবে পানি শূন্যতা পূরণের জন্য স্যালাইন খাওয়াতে হবে। পাঁচ মাস বয়সে পিপিআর টীকা দিতে হবে। টীকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তিন বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

২। ছাগলের নিউমোনিয়া ঃ

রোগের উৎস ঃ স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, বর্ষা, অনুপযোগী আবহাওয়া এ রোগের মূল কারণ।

লক্ষণ ঃ প্রথম ঠান্ডা পরে জ্বর, শ্বাসকষ্ট, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বের হওয়া এবং পেট ঝাঁকিয়ে ঘড়াৎ ঘড়াৎ কাশি দেওয়া এ রোগের লক্ষণ।

চিকিৎসা ঃ পরিষ্কার, শুষ্ক, মুক্ত বায়ু চলাচল উপযোগী বাসস্থান হতে হবে। চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৩। ছাগলের কৃমি রোগ ঃ

রোগের উৎস ঃ চারণভূমির ঘাস, লতা-পাতা খাদ্য এবং পানির মাধ্যমে ছাগলের কৃমি রোগ বিস্তার লাভ করে।

লক্ষণ ঃ শরীর দূর্বল হয়ে যায়। ডায়রিয়া হতে পারে এবং রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়।

চিকিৎসা ঃ ৪ মাস পর পর নিয়মিত বিভিন্ন প্রকারের কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা।

জীব-নিরাপত্তা ঃ

খামারে নতুন ছাগল আনার ক্ষেত্রে অবশ্যই রোগমুক্ত ছাগল সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫ দিন খামার থেকে দূরে অন্যত্র রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোন রোগ দেখা না দিলে ১৫ দিন পর পিপিআর ভ্যাকসিন দিয়ে ছাগল খামারে অন্যান্য ছাগলের সঙ্গে রাখা যাবে। অসুস্থ ছাগলকে পালের অন্য ছাগল থেকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সকল ছাগলকে বছরে ৫-৬ বার ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে চুবিয়ে চর্মরোগ মুক্ত রাখতে হবে। প্রজননশীল পাঁঠা ও ছাগীকে বছরে ৪ বার ২-৩ মিঃ লিঃ ভিটামিন এ, ডি, ই ইনজেকশন দিতে হবে।

ছাগলের প্রজনন ব্যবস্থাপনা ঃ

খামারের পাঁঠা ১২-১৩ কেজি ওজন (৭-৮ মাস বয়স) হলে তাকে দিয়ে পাল দেয়া যেতে পারে। পাঁঠা বা ছাগী গরম হওয়ার ১২-১৮ ঘন্টা পর পাল দিতে হয় অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকালে হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে। পাল দেয়ার ১৪৫-১৫২ দিনের মধ্যে ছাগী সাধারণতঃ বাচ্চা দেয়। পাল দেয়ার জন্য নির্বাচিত পাঁঠা সব সময় রোগমুক্ত ভাল বংশের ব্লাক বেঙ্গল জাতের হতে হবে। আন্তঃপ্রজনন এড়ানোর জন্য ছাগীর বাবা, দাদা, ছেলে বা নাতীকে দিয়ে প্রজনন করানো যাবে না।

ছাগলের বাজারজাতকরণ ঃ

সুষ্ঠু খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় ১২-১৫ মাসের মধ্যে ১ টি খাসী ২০-২২ কেজি ওজনের হয়। এসময় খাসী বিক্রি করা যেতে পারে অথবা খাসীর মাংস প্রক্রিয়াজাত করেও বিক্রি করা যেতে পারে। তবে কখনই কোন অসুস্থ ছাগল বিক্রি করা উচিত নয়।

একটি আদর্শ ছাগল খামারের লাভ ক্ষতির হিসাব

মূলধন ঃ

একটি গর্ভবতী/ গর্ভ নিকটবর্তী ছাগলের দাম আনুমানিক ২৫০০-৩৫০০ টাকায় কেনার পরে দুইটি বাচ্চা এবং বৎসরের শেষে পুনরায় দুইটি বাচ্চা পাওয়া যাবে। প্রথম বাচ্চা ১২ থেকে ১৫ মাস বয়সে বিক্রি করা যাবে।

আয় ঃ

প্রথম ১২ থেকে ১৫ মাস বয়সের

ক)	প্রতিটি এক বৎসরের ছাগল (২টা)	২৫০০ × ২	৫০০০ টাকা
খ)	প্রতিটি ছয় মাসের ছাগল (২টা)	১০০০ × ২	২০০০ টাকা
	মোট বিক্রয়.....		৭০০০ টাকা

ব্যয় ঃ

ক)	ঔষধ ও টীকা	৫০ টাকা
খ)	ছাগল বাচ্চা দেওয়ার পূর্বে ও পরের এক মাস প্রতিদিন ১৫০ গ্রাম হারে দানাদার খাদ্য খাবে ৯ কেজি যার মোট বাজার মূল্য ২২ × ৯ =	১৯৮ টাকা
গ)	চিকিৎসা সহ অন্যান্য ব্যয়	২০০ টাকা
	মোট ব্যয়.....	৪৪৮ টাকা

অতএব প্রথম ১২ থেকে ১৫ মাসে মুনাফা = (৭০০০ - ৪৪৮) = ৬৫৫২ টাকা

মূলধন ৩৫০০ টাকা উসুল করলে আয় হবে ৩০৫২ টাকা এবং একটি ছাগী খামারীর কাছে থেকে যাবে। পরবর্তীতে বৎসরে খামারীর লাভ হবে ৬৫৫২ টাকা।

ছাগলের খামারে হিসাব রক্ষণ কার্ড

১। ছাগীর বিবরণ ঃ

ছাগী নং-	ক্রয়ের তারিখ	উৎস	ক্রয় মূল্য (টাকা)	শারীরিক অবস্থা

শারীরিক অবস্থাঃ ১। ভাল ☐ ২। মোটামুটি ভাল ☐ ৩। দূর্বল ☐

২। <u>ছানা উৎপাদন বিবরণঃ</u>

ছাগী নং-	বাচ্চা প্রসব তারিখ	বাচ্চার সংখ্যা	বাচ্চার বাড়ন্ত অবস্থার বিবরণ (সংখ্যায়) বয়স					মৃত বাচ্চার হিসাব (সংখ্যায়) বয়স				
			১ মাস	৩ মাস	৬ মাস	৯ মাস	১২ মাস	১ মাস	৩ মাস	৬ মাস	১ মাস	১২ মাস

৩। খামারের খাদ্য খরচের বিবরণ ঃ

খাদ্যের বিবরণ	দৈনিক ব্যবহার (কেজি)	কেজি প্রতি মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
১। ঘাস/পাতা			
২। দানাদার খাদ্য			
৩। দুধ ক্রয়			

৪। আবাসন ব্যয় (টাকা) ঃ

ব্যয়ের প্রকার	প্রাথমিক ব্যয়	সংরক্ষণ ব্যয়
১। ঘর তৈরী বাবদ		
২। ভূমি তৈরী বাবদ		
৩। আসবাবপত্র বাবদ		
মোট		

৫। পারিশ্রমিক ব্যয় (টাকা) ঃ

দৈনিক শ্রমকাল (ঘন্টায়)		খাসী প্রতি দৈনিক শ্রমের মূল্য (টাকায়)		দৈনিক মোট শ্রমের মূল্য (টাকায়)	

৬। স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যয় (টাকা) ঃ

ব্যয়ের প্রকার	বাৎসরিক (টাকা)
১। টীকা বাবদ খরচ	
২। কৃমিনাশক ঔষধ বাবদ খরচ	
৩। অন্যান্য ঔষধ বাবদ খরচ	
৪। চিকিৎসকের ফি	
৫। যাতায়াত/আনুষঙ্গিক ব্যয়	
৬। পাঠীর প্রজনন খরচ	
৭। পাঠাকে খাসিকরণ বাবাদ খরচ	
মোট খরচ	

৭। আয়ের হিসাব ঃ

(ক) ছাগল বিক্রয় ঃ

আয়ের উৎস	লিঙ্গ		সংখ্যা		প্রতিটির মূল্য টাকা	
	পুরষ	স্ত্রী	পুরষ	স্ত্রী	পুরষ	স্ত্রী
৬ মাস বয়সী						
৯ মাস বয়সী						
১২ মাস বয়সী						
১৫ মাস বয়সী						
মূল্য=						

(খ) গোবর বিক্রি থেকে আয় ঃ

বাৎসরিক (টাকায়)	গোবরের পরিমাণ	মোট মূল্য

৮। ছাগলের খামারে ব্যবহৃত স্বাস্থ্য (হেল্‌থ) কার্ড ঃ

রোগের নাম	টীকা/ঔষধের নাম	প্রয়োগের তারিখ	প্রয়োগকৃত ছাগলের সংখ্যা					মূল্য
			১-৩ মাস	৪-৬ মাস	৭-১২ মাস	১৩-১৫ মাস	১৬ উর্দ্ধ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
১। পিপিআর								
২। গোট পকস্								
৩। ক্ষুরা রোগ								
৪। তড়কা								
৫। অন্যান্য রোগ								
৬। পাতা কৃমির জন্য								
৭। ফিতা কৃমির জন্য								
৮। গোল কৃমির জন্য								
৯। সকল কৃমির জন্য								
১০। উকুন/আঠালী								
১১। বদ হজম								
১২। নিউমোনিয়া								
১৩। পাতলা পায়খানা								
১৪। এন্টারবাটকিস্‌মিয়া								
১৫। অন্যান্য রোগ/ওলান ফোলা								

৯। চিকিৎসকের জন্য বাৎসরিক ব্যয় (টাকায়)ঃ
১০। অন্যান্য ব্যয় (টাকায়) ঃ
১১। সর্বমোট বাৎসরিক ব্যয় (টাকায়) ঃ

সমাপ্ত